মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩২৯

পর্ব-৩: পাক-পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ১. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - যে কারণে উযূ করা ওয়াজিব হয়

আরবী

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُبَي وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوسًا فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ فَقَالَا لِمَ تَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لِهَذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْنَا فَقَالَا أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك. رَوَاهُ أَحْمد

বাংলা

৩২৯-[৩০] আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, উবাই ইবনু কা'ব ও আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ)-এ তিনজন এক জায়গায় বসে মাংস (মাংস/গোসত) ও রুটি খেলাম। অতঃপর খাওয়া শেষে আমি উযূ (ওযু/ওজু/অজু) করার জন্য পানি চাইলাম। এটা দেখে তাঁরা [উবাই ইবনু কা'ব ও আবূ ত্বালহাহ্ (রাঃ)] বললেন, তুমি উযূ (ওযু/ওজু/অজু) কেন করবে? আমি বললাম, এ খাবারের কারণে? তাঁরা উভয়ে বললেন, এ পাক-পবিত্র খেয়েও কি তুমি উযূ (ওযু/ওজু/অজু) করবে? অথচ তোমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম যিনি ছিলেন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর আহারের পর উযূ (ওযু/ওজু/অজু) করেননি। (আহমাদ)[1]

ফুটনোট

[1] জায়য়িদুল ইসনাদ : আহমাদ ১৫৯৩০।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এ হাদীস থেকে যে বিষয়টি সাব্যস্ত হয় তা হলো, উযূর পরিপন্থী অপবিত্রতার কারণে উযূ (ওযু/ওজু/অজু) ভঙ্গ হয়। যেমন আগের পিছনের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়ার যে বিষয়টি দ্বারা বোধগম্য হয়। এছাড়াও ঘুম, চৈতন্যহীনতা, পাগলামীর মতো বোধাতীত বিষয়গুলোর মাধ্যমেও উযূ (ওযু/ওজু/অজু) ভঙ্গ হয়। কারণ এগুলো (পিছনের রাস্তা দিয়ে) খাবিস বের হওয়ার সম্ভাব্য স্থান (৩৩১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54888

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন